(২) আদি-মধ্য-অন্ত্য ব্যঞ্জনগম ঃ

ধ্বনির আগম দুভাগে বিভক্ত—স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম। ব্যঞ্জনাগমও স্বরাগমের মতো তিনভাগে বিভক্ত—আদি ব্যঞ্জনাগম, মধ্য ব্যঞ্জনাগম বা শ্রুতিধ্বনি এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম'।

আদি ব্যঞ্জনাগম—শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনাধ্বনি যোগ হলে তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে। তবে বাংলায় শব্দের আদিতে সাধারণতঃ 'র' ছাড়া অন্য কোন ব্যঞ্জনের আগম হয় না।

যেমন—

ঋজু > উজু > রুজু

উপাধ্যায় > প্রা উরজঝাঅ > বা ওঝা > রোজা

মধ্য স্বরাগম বা শ্রুতিধ্বনি—শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় যদি আমাদের জিহ্বা অসাবধানতায় দুটি ধ্বনির মাঝখানে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে তবে সেই প্রক্রিয়াকে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলে।

এইভাবে যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি শব্দের মাঝখানে উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগম ঘটে সেই ব্যঞ্জনের নামানুসারে শ্রুতির নামকরণ করা হয়। যেমন—

অশ্রুতি—মোদক > মো অ অ > মোয়া

লৌহ > লো আ > লোয়া

ওয় শ্রুতি—যা + আ—যাওয়া

হয় শ্রুতি—সং বিপুলা > প্রা বিউলা > বিহুলা > বেহুলা

অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম—ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে অন্ত্য স্বরাগমের মতো অন্ত্য ব্যঞ্জনাগমও হতে পারে। অর্থাৎ শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটতে পারে।

যেমন—বাবু > বাবুন

সবজি > সবজিৎ।

(৩) স্বরলোপ ঃ

পদমধ্যবর্তী কোন অক্ষরে যদি প্রবল শ্বাসাঘাত হয় তবে অপেক্ষাকৃত কম শ্বাসাঘাত হওয়া ধ্বনিটি ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বরলোপ।

ধ্বনির এই লোপকে তিনভাগে ভাগ করা যায় আদি স্বরলোপ, মধ্য স্বরলোপ এবং অন্ত্য স্বরলোপ

আদি স্বরলোপ (Aphesis)—সাধারণ ভাবে শব্দের আদি অক্ষরের শ্বাসাঘাত অনুভূত না হয়ে যদি অন্য স্বরগুলির ওপর প্রবল শ্বাসাঘাত হয় তবে ক্রমশঃ আদি স্বর ক্ষীণ হতে হতে শেষে লুপ্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **আদি স্বরলোপ**।

যেমন—

ইদানী > দানীং (ই-কার লোপ)

এ হেন > হেন (এ-কার লোপ)।

মধ্য স্বরলোপ (Syncope)—শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত অনুভূত হলে শব্দের মধ্যবর্তী কোন কোন স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যায়। একে **মধ্য স্বরলোপ** বলে।

যেমন— গামোছা > গামছা (ও-কার লোপ)

সং সঙ্কটিকা > প্রা সঙ্কডী > সকডী > সকড়ী (অ-কার লোপ)

সুবর্ণ > স্বর্ণ (উ-কার লোপ)

অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope)—স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায় একই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে। শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ ভাবে উচ্চারিত হতে হতে শেষে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে **অন্ত্য স্বরলোপ** বলে।

যেমন—আজি > আজ (ই-কার লোপ)

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ (আ-কার লোপ)

(৪) সমাক্ষরলোপ (Haplology) ঃ

অনেক সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে একটি যখন লোপ পায় বা দুটি সদৃশ অক্ষরের মধ্যে যদি একটি লুপ্ত হয় তবে তাকে সমাক্ষরনাশ বা সমাক্ষরলোপ বলা হয়।

যেমন— বড়দাদা > বড়দা

ছোটদাদা > ছোটদা > ছোড়দা

নক্ষত্র > নক্ষত্র

কৃষ্ণনগর > কৃষ্ণনগর

(৫) মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation) ঃ

ঋ, র্, ষ্ এবং ট, ঠ, ড ইত্যাদি মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাবে কাছাকাছি অবস্থিত কোন দন্ত্য ধ্বনি (ত, থ, দ, ধ) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **মূর্ধন্যীভবন**।

যেমন—বৃদ্ধ > বুডঢ় > বুড়া

আবার যেখানে মূর্ধা উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাব ব্যতীত দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি নিজে থেকেই মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বতোমূর্ধন্যীভবন। যেমন— খাতি > খাটি

RAMSADAY COLLEGE
AMTA :: HOWRAH

Scanned with CamScanner